পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ব্লকে ব্লকে বিজেপির ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর : শাসক দল তৃণমূলের লাগাম ছাড়া সন্ত্রাসের প্রতিবাদে রাজ্যের অন্যান্য জেলার সাথে বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রত্যেক ব্লকে ব্লকে ডেপুটেশন দিল বিজেপি। এই জেলার রামনগর, কাঁথি, এগরা, পটাশপুর, ভগবানপুর, খেজুরি, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল, ময়না, পাঁশকুড়া, তমলুক, কোলাঘাট প্রভৃতি ব্লকে ডেপুটেশন দিল বিজেপি। ডেপুটেশনের পাশাপাশি মিছিল ও পথসভার আয়োজন করে বিজেপি। বিরোধী দল বিজেপির নেতা-নেত্রীদের অভিযোগ, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, ১০০দিনের কাজ, এমজিএনআরজিএসের কাজ, স্বচ্ছ বারত মিশন, পুকুর খনন, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, পঞ্চায়েতে দুর্নীতি, রাস্তাঘাট, রেশন কার্ডসহ নানান বিষয়ে চলছে দুর্নীতি। যারা প্রকৃতপক্ষে গরিব তারা বঞ্চিত হচ্ছে। প্রশাসন তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়েছে। কেন্দ্র সরকার রাজ্যকে যে টাকা দিচ্ছে, সেই টাকা দিয়ে উৎসব, মেলা-খেলা চলছে। কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রাজ্যসরকার নাম পরিবর্তন করে নিজের নামে চালাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। যারাই তৃণমূল করে তারাই সমস্ত সরকারি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। আর প্রতিবাদ করলেই মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সারা বাংলায় পুলিশের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে তৃণমূল। পুলিশও দিকে দিকে তৃণমূলের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। মানুষ সুবিচার পাচ্ছে না। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আগেই 'নির্মল জেলা'র শিরোপা পেয়েছে। অথচ, এই জেলায় বসবাসকারী বহু মানুষের বাড়িতে এখনও পর্যন্ত শৌচাগার নেই। পঞ্চায়েতে ৯০০ টাকা দিয়েও এখন মেলেনি শৌচাগার। বিজেপির দাবি, প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে কাজ না করলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে। তবে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিজেপির সমস্ত দাবিগুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাসও দেওয়া হয়। জেলার ২৫ টি ব্লকে বিজেপির কর্মসূচীকে ঘিরে সকাল থেকেই এলাকায় এলাকায় উত্তেজনা ছিল। উত্তেজনার কথা মাথায় রেখে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে পুলিশ।

রাতের অন্ধকারে রেশনের কেরোসিন তেল পাচার রুখলো গ্রামবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক : দোকান থেকে রাতের অন্ধকারে কেরোসিন তেল পাচার করার চেষ্টা করে গ্রামবাসীর হাতে প্রহৃত রেশন ডিলার। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের খারুই গ্রামে। খবর পেয়ে তমলুক থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। যদিও পুলিশ আসার আগেই অভিযুক্ত রেশন ডিলার বাসুদেব চ্যাটার্জী পালিয়ে যায়। জানা গেছে, ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ডিলার বাসুদেব চ্যাটার্জী পালিয়ে যায়। জানা গেছে, ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ডিলার ও তার স্ত্রী অরুণা চ্যাটার্জী আত্মগোপন করেছে। তমলুকের খারুই গ্রামের অধিবাসীদের অভিযোগ, তাঁদের জন্য সরকারের থেকে বরাদ্দ চাল, গম, কেরোসিন তেল ইত্যাদি সামগ্রী রাতের অন্ধকারে খোলা বাজারে বিক্রি করে দেয় অভিযুক্ত রেশন ডিলার বাসুদেব চ্যাটার্জী। স্থানীয় গ্রামবাসীদের দাবি, বহুবার এই বিষয়ে তাঁরা খাদ্যদফতরের কাছে অভিযোগ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, খাদ্যদফতরে বারবার জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। উল্টে এর সুযোগ নিয়ে সরকারি সুবিধা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করার পরিমাণ বাড়িয়েছে অভিযুক্ত জিলার। এরমধ্যেই বুধবার শীতের রাতের সুযোগ নিয়ে মোটর সাইকেলে চেপে রেশন দোকানে পৌঁছায় ডিলার বাসুদেব চ্যাটার্জী ও তাঁর স্ত্রী অরুণ চ্যাটার্জী। অভিযোগ, এরপর দোকান খুলে বাসুদেব চ্যাটার্জী কেরোসিন ড্রাম বের করছে জানতে পেরে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। জানা গেছে, কি কারণে দোকান এতো রাতে খোলা হয়েছে এবং কেরোসিন তেল ভর্তি ড্রাম কেন বাইরে আনা হয়েছে এই বিষয়ে প্রশ্ন করায় অভিযুক্ত ডিলার কোনও উত্তর দিতে পারেনি। তাঁদের জন্য সরকারের থেকে বরাদ্দ সামগ্রী এইভাবে খোলা বাজারে বিক্রির চেষ্টার ঘটনায় ক্ষিপ্ত এলাকাবাসী অভিযুক্ত ডিলারকে ঘিরে মারধর করে। ঘটনাটি জানতে পেরে আরও মানুষ দোকানের সামনে ভিড় করেন। উত্তেজনা চরম আকার নেয়। ছুটে আসে তমলুক থানার পুলিশ। এর সুযোগ নিয়েই সকলের নজর এড়িয়ে চম্পট দেয় অভিযুক্ত রেশন ডিলার বাসুদেব চ্যাটার্জী ও তাঁর স্ত্রী অরুণা চ্যাটার্জী। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ডিলারের ফেলে যাওয়া মোটরবাইক ও দুটি কেরোসিন তেল ভর্তি ড্রাম আটক করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

তবে ঘটনার পর থেকেই আত্মগোপন করেছে অভিযুক্ত ডিলার। অপরদিকে, খারুই গ্রামের অধিবাসীরা জানিয়েছেন, এরপরেও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

পারিবারিক অশান্তির জেরে আত্মহত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি : বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির কেবল লাইন তারে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করল এক যুবক। মৃতের নাম দিলীপ কুন্ডু (৩২)। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির চাঁদিয়া গ্রামের বাসিন্দা দিলীপ কুন্ডু। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির কেবল লাইনে ফাঁস লাগিয়ে একটি রুমে ঝুলে পড়ে এই যুবক। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ঘটনাটি দেখতে পেয়ে বাড়ির লোকেরা ছুটে এসে যুবককে উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকেরা এই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয়দের দাবি, কিছুদিন ধরে পারিবারিক অশান্তিতে ভুগছিল এই যুবক। তার জেরেই সম্ভবত এইদিন আত্মহত্যা করেছে।

গরু ঢোকার অপরাধে যুবককে পিটিয়ে খুন, অভিযুক্তকে ৭ বছর কারাবাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি : বাগানে গরু ঢোকার অপরাধে প্রতিবেশী যুবককে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে খুন করায় এক ব্যক্তিকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিল কাঁথি মহকুমা আদালত। যদিও এই ঘটনায় অভিযুক্ত অপর অপরাধী সাজা প্রাপ্তের স্ত্রী শ্রীমতী কুইলাকে বেকসুর খালাসের নির্দেশ দিয়েছেন কাঁথি মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক হারাধন মুখার্জী। এই ঘটনায় বুধবার হামলাকারী শ্রীমন্ত কুইলাকে দোষি সাব্যস্ত করেন বিচারক হারাধন মুখার্জী। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মির্জাপুরের বাসিন্দা শ্রীমন্ত কুইলা ও কেদারচন্দ্র আদকের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিবাদ দীর্ঘদিনের। জানা গেছে, গত ২০০১ সালের ৬ জুন প্রতিবেশী কেদারচন্দ্র আদকের একটি গৃহপালিত গরু প্রতিবেশী শ্রীমন্ত কুইলার বাগানে ঢুকে পড়ে। বাগানে গরু ঢুকে পড়ায় ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ চরমে উঠলে শ্রীমন্ত কুইলা ও তার স্ত্রী কেদারচন্দ্র আদক ও তাঁর স্ত্রী মেনকা আদকের উপর হামলা করে। ঘটনাটি দেখে কেদারবাবুর দুই ছেলে বানেশ্বর আদক ও স্বপন আদক ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। অভিযোগ, সেই সময় হাতের কাছে থাকা মুগুর নিয়ে স্বপনের মাথায় আঘাত করে শ্রীমন্ত কুইলা। ঘটনায় গুরুতর আহত ওই যুবককে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পরে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। কাঁথিতেও অবস্থার অবনতি হওয়ায় স্বপনকে মেদিনীপুর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের। তারপরেই থানায় অভিযোগ দায়ের হয়।

মামলার সরকারি আইনজীবী কুহকরঞ্জন মন্ডল জানিয়েছেন, আদালত আসামী শ্রীমন্ত কুইলাকে ভারতীয় দন্ডবিধি ৩২৪ ধারায় ৩ বছর সশ্রম কারাদন্ড, ৩২৬ ধারায় ৪ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে অতিরিক্ত ১ মাস কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও ৩০৪ ধারায় ৭ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। কুহকরঞ্জন মন্ডল জানিয়েছেন, টাকা অনাদায়ে আরও অতিরিক্ত ছয় মাস কারাবাসের নির্দেশ দেন। জানিয়েছেন, সব কটি সাজাই একসাথে চলবে।

আদালতের নির্দেশে উচ্ছেদ অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর : রাজ্যসড়ক দখল করে বেআইনি নির্মাণ। ফলে নিত্যদিন যানজটের সমস্যা লেগেই থাকে। প্রশাসনের তরফে বারবার নির্মাণ সরিয়ে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েও কোন কাজ হয়নি। ফলে সমস্যা মেটাতে কলকাতা উচ্চ আদালতে মামলা করে রাজ্যের পূর্ত দফতর। এর জেরে আদালত উচ্ছেদের নির্দেশ দিতেই, বৃহস্পতিবার অভিযান চালালো রামনগর-১ব্লক প্রশাসন। উত্তেজনার কথা মাথায় রেখে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হলেও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর-১ ব্লকের তালগাছাড়ি-১ পঞ্চায়েতে দক্ষিণ বাসুলিপাটে এগরা-রামনগর রাজ্যসড়কের উপর দিঘা-কাঁথি রেল লাইনের ক্রশিংয়ের ধারে রাস্তা দখল করে বেআইনিভাবে দুটি ঘর নির্মাণ করে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। রামনগর-১ ব্লকের বিডিও অনুপম বাগ জানিয়েছেন, প্রায় দুই দশকের বেশি সময় ধরে পূর্ত দফতরের জমি দখল করে এই ঘরগুলি গড়ে তোলা হয়। বারবার নোটিশ দেওয়ায় কোনও কাজ হয়নি। তাই কলকাতা উচ্চ আদালতের নির্দেশ পাওয়ার পর দুটি জেসিবি দিয়ে এইদিন ঘরগুলি উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়। উচ্ছেদ অভিযানের সময় রামনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিতাই চরণ সার, রামনগর থানার ওসি সত্যজিৎ চানক-সহ পূর্ত ও ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিকরা।

হাঁস-মুরগী বচ্ছা বিতরণ পাঁশকুড়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া : প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর ও পাঁশকুড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় ব্লকের প্রায় ১৬০০ মুরগী ও হাঁস বাচ্ছা তুলে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার পাঁশকুড়া পঞ্চায়েত সমিতির দপ্তরের মাঠে প্রায় একশো চাষির হাতে তুলে দেওয়া হয় এই হাঁস মুরগী। এইদিন প্রাণী সম্পদ দপ্তরের আধিকারিকসহ উপস্থিত ছিলেন পাঁশকুড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি সুজিত রায়। সুজিতবাবু জানান, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর ও পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার দুস্থ মানুষদের বিশেষ করে মহিলাদের হাতে তুলে দেয় এই হাঁস মুরগীর বাচ্ছা। মূলত, মহিলাদের আর্থিক বিকাশের লক্ষ্যে সরকারের এই প্রয়াস। এই হাঁস মুরগী প্রতিপালন করে অনেকটাই সফল হবেন প্রতিপালকেরা বলে তাঁদের আশা।

মারুতি ও ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মহিষাদল : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে কাপাসএ্যাড়ায় মারতি ও মেশিনভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে উত্তেজনা ছড়ায়। বৃহস্পতিবার সকাল ন'টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় কারোও মৃত্যু না হলেও নয় জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এঁদের তমলুক জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনা বিবরণ, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ৪১ নং জাতীয় সড়কের হলদিয়া-মেছেদা রাজ্যসড়ক ধরে একটি মেশিনভ্যান কাপাসএ্যাড়ার দিকে যাচ্ছিল। মেশিনভ্যানে আট জন যাত্রী ছিলেন। উল্টোদিক থেকে আসছিল একটি মারতি গাড়ি। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, আচমকা মারতি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মেশিনভ্যানে গিয়ে ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় ভ্যানচালকসহ আটজন যাত্রী আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয়রা বাসুলিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে পাঁচজনের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের তমলুকে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয় অধিবাসীরা পথ অবরোধ করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে, মারতি ও মেশিনভ্যানকে উদ্ধার করে। তবে মারতির চালক পলাতক।

দশ-বারো বছর বয়সেই খেজুর রস বিক্রি করে সংসার প্রতিপালন রাজুকুমারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডেবরা : বয়সটা হবে ১০-১২, তার মধ্যেই পারিবারিক আর্থিক সংকট মেটাতে ব্যবসায় নেমেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের দলবতিপুরের রাজু কুমারের সংসারে বাবা মা থাকলেও দিন মজুর তাঁরা। দিনের শেষে খাবারের পয়সা টুকু জোটে মাত্র। তাই পরিবারের অর্থিক সমস্যা কাটানোর জন্য শীতকালের প্রতিদিন সকালে খেজুর রস বিক্রি করতে বেরোয় নিজেই। পায়ে হেঁটে, কাঁধে খেজুর রসের হাঁড়ি নিয়ে দলপতিপুরে ৬ নং জাতীয় সড়ক ধরে ডেবরা তারপর পাটনা মন্দির হয়ে আবার বাড়ি, ১০ টাকা প্রতি গ্লাস সকাল থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে ৮০ টাকার বিক্রি হলেই বাড়ির দিকে রওনা দেয় রাজু কুমার। আজকের দিনে এত কম বয়সে মা বাবার কথা মাথায় রেখে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়ে ব্যবসায়। আর সেই ছবি দেখা গেল, ডেবরা বাজারে। যে সময়ে এই সমস্ত শিশুদের হাতে কলম, বই ধরা দরকার, সেই সময়ে তারা পরিবারের জন্য রোজগার করে, এটিও সমাজের একটি অন্যতম চিত্র।

হলদিয়ায় মুরগীর বাচ্ছা বিলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া : পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের প্রাণী সম্পদ দপ্তরের উদ্যোগে মুরগীর বাচ্ছা বিলি করা হল। বৃহস্পতিবার হলদিয়া পুরসভার সমস্ত ওয়ার্ডের ৫০০ জন মহিলাদের হাতে মুরগীর বাচ্ছা তুলে দেন জেলার প্রাণীসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ দেবব্রত দাস। উপস্থিত ছিলেন হলদিয়ার চেয়ারম্যান শ্যামল আদক-সহ অন্যান্য কাউন্সিলাররা। এইদিন হলদিয়া পুরসভার সভাকক্ষেই মুরগীর বাচ্ছা বিলি করা হয়। প্রত্যেককে ১০টি করে উন্নত প্রজাতির মুরগীর বাচ্ছা তুলে দেওয়া হয়। কর্মাধ্যক্ষ দেবব্রত দাস বলেন, প্রাণী সম্পদ পালনের মাধ্যমে যেমন অপুষ্টি দূর করা যাবে অন্যদিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়েও লাভবান হবেন তাঁরা।

চন্দ্রকোণা ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ও বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল : ছয় ছাড়া সর্টপিচ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ও শীতবস্ত্র বিতরণের আয়োজন করে চন্দ্রকোণা ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি। সোসাইটির এটি প্রথম বর্ষ। পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডে অন্তর্গত ৬০ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। বুধবার সন্ধ্যা থেকে সারা রাত্রি ব্যাপী নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। চন্দ্রকোণা পৌরসভার ৫ নংওয়ার্ড সতীবাজার মার্কেট চত্বরে খেলার আয়োজন করা হয়। আটটি দল সর্টপিচ ক্রিকেট ম্যাচে অংশ নেয়। বিজয়ী ও বিজীত দলের জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা, রাতে ফ্লাডলাইট দর্শক সমাগমে জমজমাট হয়ে ওঠে ছক্কাবিহীন চার আর সর্ট রানের আট ওভারের ক্রিকেট ম্যাচ। ফাইনালে মুখোমুখি হয় ফ্রেন্ডস ফর এভার ও কেডি একাদশ। প্রথমে ব্যাট করে ৮ ওভারে ৮২ রান খাড়া করে ফ্রেন্ডস ফর এভার, কেডি একাদশ ৬.৫ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ৫৫ রান করে পরাজিত হয় ফ্রেন্ডস ফর এভারের কাছে। সোসাইটির সভাপতি বিপ্র দাস বলেন, এবছরই প্রতিষ্ঠা লাভ করে চন্দ্রকোণা ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি। শুরুতেই চেষ্টা করেছি, আমরা দুস্থ মানুষের পাশে থেকে সমাজের জন্য কিছু করার আর খেলাধূলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এক রাত্রির সর্টপিচ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা। ৫ নং ওয়ার্ডের ৬০ জন দুস্থ মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। সকলের সহযোগিতায় এই আয়োজন সম্ভব হয়েছে।

এগরা শহের ১২ নং ওয়ার্ড যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মশাবাহিত রোগের প্রকোপ রোধে সাফাই অভিযান চালানো হয়।